দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির

বই	দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪১ হিজরি / নভেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১১২ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

লেখকের কথা ০৭
প্রবেশিকা ০৯
অবৈধ স্থানে দৃষ্টিপাত বহু ফিতনার মূল ১৫
দৃষ্টি সংযত করার প্রতি পরস্পরকে উপদেশ দান ২৫
বনি ইসরাইলের জনৈক আবিদের ঘটনা ৩২
দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত ৩৬
গাইরে মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের বৈধ ক্ষেত্র ৩৯
আল্লাহভীতির তিনটি স্তর ৪৫
দৃষ্টি সংযত রাখার উপকারিতা ৪৬
তবুও প্ররোচিত হননি ৬০
ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি গ্রহণের কারণ ৬৫
জনৈক কসাইয়ের বাসনা এবং তাওবা ৬৬
উবাইদ বিন উমাইরের নিকট এক সুন্দরী মহিলার আগমন ৬৯
কত মন্দ পরিণতি! ৭২
সালাফের ভয় ৭৪
অবৈধ দৃষ্টিপাতই এ মন্দ পরিণতির কারণ ৭৫
ছুটে আসো আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ৮১

লেখকের কথা

الحمد لله الذي خلق السمع والأبصار والأفئدة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সৃষ্টি করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবির ওপর।

আল্লাহ তাআলার অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামতের মধ্যে বিশেষ একটি নিয়ামত হলো দৃষ্টিশক্তি। সত্তাগতভাবে এটি একটি নিয়ামত হলেও অনেক সময় এটি মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়, যদি তা হারাম ও অবৈধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান যুগে মানুষ অতিমাত্রায় চোখের খিয়ানতে জড়িত। তাই আমরা প্রিয় পাঠকদের সামনে أين نحن من هؤلاء (সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা) সিরিজের তেরোতম উপহার—سهم إبليس وقوسه (দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির) পেশ করতে যাচ্ছি। এতে চোখের হিফাজত-সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিভিন্ন হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে। পাশাপাশি সালাফের সংযত দৃষ্টি ও আত্মসংযম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কর্ণ ও চক্ষুসহ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তাঁর অবাধ্যতা থেকে পবিত্র রাখুন। এগুলোকে ইবাদত করার সহায়ক বানিয়ে দিন এবং মৃত্যু অবধি এগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

প্রবেশিকা

আমাদের এ জীবন আল্লাহ তাআলার দেওয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অগণিত নিয়ামতে পূর্ণ। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো দৃষ্টিশক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

'বলুন, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি আর অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'[১]

এই নিয়ামতটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণেই তো যে নিজের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সবর করে, আল্লাহ তাআলা বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ

'যখন আমি বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তুর (দুই চক্ষুর) মাধ্যমে পরীক্ষা করি এবং এর ওপর সে সবর করে, তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করব।'[২]

বান্দা যখন দৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ব্যবহার করবে, তখন এটি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। অন্যথায় এটি দুনিয়ার জীবনে অনুতাপ ডেকে আনবে এবং আখিরাত-জীবনে শাস্তির কারণ হবে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা সকল মুমিনকে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

---

১. সুরা আল-মুলক : ২৩

২. সহিহুল বুখারি : ৫৬৫৩

إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

'মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন। আর ইমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।'[৩]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি আদেশ যে, তারা হারাম বিষয় থেকে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখবে। তারা শুধু সেদিকেই দৃষ্টিপাত করবে, যা তাদের জন্য বৈধ; আর সেসব বিষয় থেকে দৃষ্টি সংযত রাখবে, যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং যদি ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায় হারামের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সাথে সাথে ফিরিয়ে নিতে হবে।'[৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন : ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ (এতে তাদের জন্য রয়েছে সর্বাধিক পবিত্রতা।) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'অর্থাৎ (সংযত দৃষ্টি) তাদের হৃদয়কে অধিক পরিশুদ্ধকারী এবং তাদের দ্বীনকে স্বচ্ছকারী। যেমন বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি তার দৃষ্টি সংযত রাখে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তর্দৃষ্টিতে আলো দান করেন এবং হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।'[৫]

আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ....

'ইমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।'[৬]

---

৩. সুরা আন-নুর : ৩০-৩১
৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/৪৩
৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/৪৪
৬. সুরা আন-নুর : ৩১

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'এই আয়াত মুমিন নারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশ, তাদের স্বামী মুমিন বান্দাদের জন্য আত্মসম্মান এবং জাহিলি যুগের নারী ও মুশরিক নারীদের কর্ম থেকে মুমিন নারীদের পার্থক্য সৃষ্টিকারী।'[৭]

ইমাম শাওকানি রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কুরআনের অন্যান্য সম্বোধনের মতো প্রথম আয়াতে নারীরা মুমিনদের সম্বোধনে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও এ বিষয়টির অধিক গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য এই আয়াতে বিশেষভাবে নারীদের সম্বোধন করা হয়েছে।'[৮]

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ এই আয়াতে مِنْ শব্দটি 'কিছু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে হারাম ও ক্ষতিকর ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। মাহরামের প্রতি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়নি। এরপর শরিয়তে পুরুষদের সম্বোধনে সাধারণভাবে নারীরা অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও পৃথকভাবে নারীদের কথা উল্লেখ করে পুরুষদের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

'ইমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।'[৯]

তাদের কথা আলাদাভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো, কুদৃষ্টির ভয়াবহতা বর্ণনা করা এবং যৌনাঙ্গকে জিনার ঝুঁকি থেকে পূর্ণভাবে রক্ষা করা। আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, কেউ যেন ধারণা না করে যে, বিধানটি শুধু পুরুষদের সাথে সম্পৃক্ত।'[১০]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মুমিনদের দৃষ্টি নত রাখা এবং যৌনাঙ্গ হিফাজতের আদেশ

---

৭. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/৪৬
৮. ফাতহুল কাদির : ৪/২২
৯. সুরা আন-নুর : ৩১
১০. আহকামুন নজর : ১৮

করতে বলেছেন এবং এ কথা জানিয়ে দিতে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কর্মের পর্যবেক্ষক। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

'তিনি চোখের গোপন চাহনি এবং হৃদয়ের অপ্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে অবগত।'[১১]

যেহেতু জিনার সূচনা হয় চোখের মাধ্যমে, তাই যৌনাঙ্গ সংযত রাখার আদেশের আগে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দৃষ্টি থেকেই বিরাট বিপর্যয়ের সূচনা হয়, যেমন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয় বিশাল অগ্নিকাণ্ড। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্রমপর্যায় হলো, প্রথমে দৃষ্টিপাত, তারপর হৃদয়ের কল্পনা, তারপর পদক্ষেপ, তারপর অপরাধ। তাই তো বলা হয়ে থাকে, 'যে এই চারটি বিষয়ের হিফাজত করতে সক্ষম হলো, সে নিজের দ্বীনের হিফাজত করল : দৃষ্টি, কল্পনা, চিত্র ও পদক্ষেপ।'

তাই বান্দার উচিত এই চারটি গেটে নিজেকে পাহারা দেওয়া এবং এগুলোর সীমান্তে সর্বদা নিজেকে প্রহরায় নিয়োজিত রাখা। কারণ এ পথসমূহ দিয়েই শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটে, অতঃপর ভেতরে প্রবেশ করে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে।'[১২]

আল্লাহ তাআলা চক্ষুকে হৃদয়ের আয়না বানিয়েছেন। যখন বান্দা দৃষ্টি অবনত রাখবে, হৃদয় তার প্রবৃত্তি ও চাহিদাকে দমন করতে সক্ষম হবে। আর যখন সে দৃষ্টি অপাত্রে পতিত করবে, তখন তা হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

দৃষ্টিপাত অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করার কারণ, তাই পরিণাম ভয়াবহ—এমন প্রত্যেক জিনিস থেকে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে শরিয়তে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا

১১. সুরা গাফির : ১৯

১২. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭৯

الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বনি আদমের জন্য জিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের জিনা হলো তাকানো, জিহ্বার জিনা হলো কথা বলা। নফস কামনা করে আর যৌনাঙ্গ সেটা সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।'[১৩]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'হাদিসটি শুরু হয়েছে চোখের জিনার মাধ্যমে। কারণ, চোখই হলো হাত-পা, অন্তর ও লজ্জাস্থানের জিনার মূল ফটক।'

তিনি আরও বলেন, 'হাদিস থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে চোখ অবাধ্যতা করে এবং এটি হলো চোখের জিনা। এতে ওই সকল লোকের কথার জবাবও রয়েছে, যারা দৃষ্টিপাতকে সাধারণভাবে বৈধ মনে করে। এ ছাড়াও আরেক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন :

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

'হে আলি, বারবার দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, প্রথমটিতে তোমার জন্য ছাড় থাকলেও দ্বিতীয়টিতে কোনো ছাড় নেই।'[১৪]

প্রিয় ভাই—আল্লাহ তাআলা তোমাকে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন—কুদৃষ্টির ব্যাপারে খুব সতর্ক থেকো। কারণ, এর কারণেই ধ্বংস হয়েছে অনেক আবিদ, পদস্খলিত হয়েছে বহু জাহিদ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি থেকে উপদেশ গ্রহণ করা আমাদের সবার জন্য বাঞ্ছনীয়।

১৩. সহিহুল বুখারি : ৬২৪৩, সহিহু মুসলিম : ২৬৫৭
১৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৭৭৭, সুনানু আবি দাউদ : ২১৪৯

তিনি বলেন :

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ

'দৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তির।'[১৫]

কেননা, বিষের ক্রিয়া অন্তরে প্রবেশ করে এবং বাইরে এর প্রভাব প্রকাশ হওয়ার আগে অভ্যন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। তাই দৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ, শুরুতেই প্রতিহত করা না হলে পরে গিয়ে এটি বিরাট বিপদ সৃষ্টি করবে। শুরুতে প্রতিহত করা সহজ, কিন্তু যদি বারবার অপাত্রে দৃষ্টিপাত হতে থাকে, তবে তাকে প্রতিহত করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। তাই দৃষ্টির ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

এ সম্পর্কিত একটি উদাহরণ দিচ্ছি : মনে করো, তুমি দেখলে একটি ঘোড়া তার আরোহীকে নিয়ে সংকীর্ণ একটি গলিতে ঢুকতে যাচ্ছে। ঘোড়াটির দেহের কিছু অংশ তাতে ঢুকেও পড়েছে। কিন্তু গলিটির সংকীর্ণতার কারণে পুরোপুরি ঢুকে পড়লে বের হওয়া মুশকিল। এখন যদি ঘোড়াটিকে পেছনে টেনে বের করতে চায়, তবে সহজেই তা করা সম্ভব। কিন্তু যদি অবহেলা করে এবং গলিটিতে পুরো ঢুকে পড়া পর্যন্ত বিলম্ব করে দেয়, তবে বের করতে দীর্ঘ সময় ও শ্রম ব্যয়িত হবে এবং অনেক সময় বের করা অসম্ভবও হয়ে পড়তে পারে।

কুদৃষ্টি বেড়ে গেলে এমনই হয়। যদি শুরুতেই দৃষ্টির লাগাম টেনে ধরা যায়, তবে চিকিৎসা সহজ। কিন্তু যদি বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে, তবে নফস সুন্দর সুন্দর সুরত বের করে শূন্য হৃদয়ে সেগুলো স্থানান্তর করবে এবং হৃদয়ে একটি নকশা এঁকে দেবে। একের পর এক দৃষ্টিপাত বৃষ্টির পানির ন্যায়, গাছপালা যার মাধ্যমে সিঞ্চিত হয়। এতে দৃষ্টির ভয়াবহতা বাড়তেই থাকে। একসময় হৃদয়টা নষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টি অবনত রাখার যে আদেশ তাকে করা হয়েছে, সে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন ব্যক্তি বিভিন্ন অপ্রীতিকর কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে নিজেকে ধ্বংসের দুয়ারে ঠেলে দেয়। আর এই ধ্বংসের কারণ হলো, সে প্রথম দৃষ্টিতে বেশ স্বাদ অনুভব করেছে এবং সেই স্বাদের আশায় দৃষ্টিপাতের বিষয়টিকে

১৫. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ১০৩৬২